সমকাল

তারিখ 30 MAY 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

শিক্ষায় বরাদ্দের টাকা ফেরত যাবে না

——— শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষায় বরাদ্দের প্রায় শতভাগই খরচ হয়ে যায়। এমনকি তিনবার শতভাগের চেয়েও বেশি টাকা খরচ হয়েছে। এবারও বরাদ্দের টাকা ফেরত যাবে না। তবে অর্থ খরচের একটা পদ্ধতি আছে। সাধারণত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে তেমন খরচ হয় না। আর আমরা খরচ করতে পারি বলেই আগামী বাজেটে অর্থমন্ত্রী শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলেছেন।'

গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষায় বিনিয়োগ, প্রাক্‌বাজেট ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এবং ব্র্যাক যৌথভাবে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষায় বরাদ্দের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আলোচনার আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বেশি পাস করে বলেই আমাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আসলে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিক আমরা খুঁজে বের করেছি। অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে মেধাবী শিক্ষক দিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। আর এর ফলেই শিক্ষার্থীরা বেশি পাস করছে।

নটর ডেম ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা বলেন, 'শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান না বলেই শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে যায়। এটা একটা ব্যাধির মতো হয়ে গেছে। কোচিং সেন্টারগুলো প্রশ্ন ফাঁসের মতো কাজের সঙ্গেও জড়িত। এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল বোঝেন না। এসব বিষয় নিয়েও ভাবতে হবে।'

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মুসা বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ এগিয়ে আসছে। সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এমনকি যারা হতদরিদ্র তারাও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ করছে। এখন এই শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে হবে। গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে।'

মূল প্রবন্ধে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনীতির আকার সম্প্রসারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোট বাজেটে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই হারে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে না।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির পরিচালক ড. এস এম মোর্শেদ। আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।